খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	০১
২	শিরোনাম ও প্রবর্তন	০১
৩	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির পরিধি ও কার্যপদ্ধতি	০১
৪	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি	০২-০৪
৫	উপকারভোগী পরিবার বাছাই	০৫
৬	এলাকাভিত্তিক ডিলার সংখ্যা ও ডিলার নিয়োগ	০৬-০৯
৭	ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য উত্তোলন ও উপকারভোগীদের নিকট পণ্য বিতরণ পদ্ধতি	০৯-১০
৮	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালন, ডিলারশিপ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান	১০-১১
৯	ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিত বা বাতিল	১১-১৪
১০	আপিল, রিভিউ ও রিভিশন	১৪
১১	ডিলারশিপ হস্তান্তর/সমর্পণ/অবসান	১৪-১৫
১২	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু	১৫
১৩	নির্দেশদান ও নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন	১৫-১৬
১৪	রহিত ও হেফাজত	১৬
১৫	পরিশিষ্ট-ক	১৭-১৮
১৬	পরিশিষ্ট-খ	১৯-২০
১৭	পরিশিষ্ট-গ	২১
১৮	পরিশিষ্ট-ঘ	২২

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)

১। ভূমিকা:

দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভর্তুকিমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ ও খাদ্যপ্রাপ্তির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মানসম্পন্ন পুষ্টিচাল বিতরণের উদ্দেশ্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুই মৌসুমের মাঝামাঝি কর্মাভাবকালীন বছরের ০৬ মাস ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাই করে উপকারভোগীদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এই ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিকে অধিকতর স্বচ্ছ, কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০২৪' সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)" প্রণয়ন করা হলো।

২। শিরোনাম ও প্রবর্তন:

ক) এ নীতিমালা "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)" নামে অভিহিত হবে।

খ) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির পরিধি ও কার্যপদ্ধতি:

ক) 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি' কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ও খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচির আওতা, খাদ্যশস্যের ধরণ, বিতরণকাল, সময়সূচি এবং অন্যান্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়োগকৃত ডিলারের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে;

খ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাংলাদেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। সরকার প্রয়োজনবোধে কর্মসূচিটি শহরাঞ্চলে পরিচালনা করবে; সময়ে সময়ে এর আওতা, বাস্তবায়ন এলাকা, উপজেলা ভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা, খাদ্যশস্যের পরিমাণ, বিতরণকাল বা অন্যান্য বিষয় পুনর্নির্ধারণ, সম্প্রসারণ বা সংকোচন করতে পারবে;

গ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি প্রতি বছরে কর্মাভাবকালীন নির্ধারিত ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী (মার্চ, এপ্রিল, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর) পরিচালিত হবে। নির্ধারিত উপকারভোগীদের মধ্যে সরকারের ধার্যকৃত মূল্যে ৩০ কেজি চাল নির্ধারিত বিতরণকেন্দ্রে বিতরণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে বিকল্প বা অস্থায়ী বিতরণকেন্দ্র নির্ধারণ অথবা বিতরণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারবে;

ঘ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং উপকারভোগীদের মধ্যে যথাযথভাবে খাদ্যশস্য বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, আর্থিক, কারিগরি, তদারকি ও মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করবে;

ঙ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সরকার সাধারণ চালের পাশাপাশি অথবা সাধারণ চালের পরিবর্তে পুষ্টিচাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণ চালের সাথে ৬টি পুষ্টি উপাদান (Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B9 (Folic acid), Iron এবং Zinc) মিশিয়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ পুষ্টি চাল বিতরণের এলাকা, সময়কাল, পরিমাণ, মূল্য এবং উপকারভোগীর সংখ্যা সরকার সময় সময় নির্ধারণ করবে;

(চ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিচাল উৎপাদন,বিতরণ, মজুদ, পরিবহন, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং:

(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মানদন্ড ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পুষ্টিচাল উৎপাদন, পুষ্টিচাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুপাতে রাইস প্রিমিক্স/প্রিমিক্স কার্নেল মিশ্রণ, চালের গুণগত মান, পুষ্টি উপাদানের নির্ধারিত মাত্রা এবং মজুদ, পরিবহন ও বিতরণের প্রতিটি পর্যায়ে গুণগত মান ও পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) প্রিমিক্স কার্নেল ও পুষ্টিচালের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ, গুণগত মান যাচাই এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৩) পুষ্টিচাল নির্ধারিত মানের চেয়ে নিম্নমানের, দূষিত, মেয়াদোত্তীর্ণ বা নির্ধারিত পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ না হলে তা উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না। প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট চাল প্রত্যাহার বা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) পুষ্টিচাল বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের পুষ্টিচালের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৫) পুষ্টিচালের কার্যকারিতা যাচাই, উপকারভোগীদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা, ব্যবহার এবং পুষ্টিগত ফলাফল মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণা, কার্যকারিতা মূল্যায়ন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৬) কার্নেল ও পুষ্টিচাল উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনারিজ, কারখানা স্থাপন, উৎপাদন ও মিশ্রণ পদ্ধতি, গুণগত মান যাচাই, নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাব টেস্ট, সংরক্ষণ, মজুদ, পরিবহন, বিতরণ, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং পদ্ধতির বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালনাগাদ নির্দেশিকা/গাইডলাইন ও অপারেশনাল ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও জারি করতে হবে।

৪। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি:

৪.১। ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক	সভাপতি
(২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	সদস্য
(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ জন ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন)	সদস্য
(৪) সংশ্লিষ্ট উপ-খাদ্য পরিদর্শক	সদস্য
(৫) ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৪.১.১। ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটির কার্যপরিধি:

১) উপবিধি ৪.১ এ বর্ণিত কমিটি, ওয়ার্ডের দারিদ্র্যের মাত্রা ও ব্যাপকতা, দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা ও যাচাই করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির উপযোগী পরিবার চিহ্নিত করবে। অতঃপর উপকারভোগী পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে;

২) উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনকৃত চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (UDC) প্রকাশ করবে;

৩) "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)" জারির ০৪ (চার) মাসের মধ্যে বিদ্যমান উপকারভোগী তালিকা যাচাই-বাছাই করে হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করবে;

৪) উপকারভোগীর দ্বৈততা পরিহার ও বেনামী উপকারভোগী বাদ দিয়ে প্রতি বছর জুন ও জুলাই মাসে উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করবে। তবে উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদকরণের কাজ চলমান থাকবে;

৫) কোনো উপকারভোগীর মৃত্যু, অন্যত্র স্থায়ীভাবে স্থানান্তর, দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ, দ্বৈত অন্তর্ভুক্তি, ভুয়া/অস্তিত্বহীন উপকারভোগী সনাক্ত হওয়া অথবা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিডব্লিউবি কর্মসূচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা পরিলক্ষিত হলে, প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে সে সকল উপকারভোগীর স্থলে যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির জন্য উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে;.

৬) জাতীয় পরিচয়পত্র এর ভিত্তিতে উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করবে;

৭) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উত্তোলন ও বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে অনতিবিলম্বে উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটিকে অবহিত করবে;

৮) কোনো ভোক্তা উপকারভোগী হওয়ার জন্য আবেদন করলে, তার আবেদন যাচাই বাছাই করে উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে;

৯) ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন, তালিকা হালনাগাদ ও খাদ্যশস্য বিতরণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ড, সিদ্ধান্ত এবং কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

(১০) উপকারভোগী নির্বাচন বা তালিকা হালনাগাদকরণে কোনো অনিয়ম, ভুয়া বা অযোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তি, তথ্য গোপন কিংবা নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.২ উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৪) উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
(৫) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ জন ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন)	সদস্য
(৬) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৭) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক	সদস্য সচিব।

৪.২.১ উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির কার্যপরিধি:

১) দারিদ্রের প্রকোপ, দুঃস্থতার মাত্রা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক বিবেচনায় ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা নির্ধারণ ও বণ্টন;

২) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা চূড়ান্তকরণ;

৩)পূর্বের ইস্যুকৃত খাদ্যবান্ধব কার্ড জমাপূর্বক প্রয়োজনে সংশোধন, প্রতিস্থাপন বা বাতিলকরণ। খাদ্যবান্ধব কার্ড সংশোধন, প্রতিস্থাপন ও বাতিলের ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত কার্ড জমা নিতে হবে;

৪) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদনসমূহ, সংযুক্ত ডকুমেন্ট এবং আবেদনকারীর তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করা। যাচাই-বাছাই শেষে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করে উক্ত তালিকায় কমিটির সকল সদস্যের নামসহ স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

৫) উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব চূড়ান্ত নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ প্রদান করবে। তবে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৬) কোনো ডিলার অনিয়মের সাথে জড়িত হলে এবং নীতিমালা ও অঙ্গীকারনামার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে প্রাথমিকভাবে ডিলারশিপ স্থগিত করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করা;

৭) খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন/বার নির্ধারণ;

৮) প্রয়োজনে বিতরণ কেন্দ্রের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ;

৯) প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিরূপণ করে পরবর্তী মাসের বরাদ্দের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক নিষ্পত্তি করতে হবে;

১০) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; এবং

১১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা, পরিপত্র ও আদেশ প্রতিপালন।

৪.৩ জেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
(৩) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
(৬) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(৭) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ জন ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন)	সদস্য
(৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব

৪.৩.১ জেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির কার্যপরিধি:

(১) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়ন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ;

(২) কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান;

(৩) ডিলার নিয়োগের লক্ষ্যে উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে তা উপজেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(৪) উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি কর্তৃক ডিলার নিয়োগ কার্যক্রমে কোনোরূপ অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বা কোনো ডিলার নিয়োগে অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) অনিয়মের সাথে জড়িত এবং নীতিমালা ও অঙ্গীকারনামার শর্ত ভঙ্গকারী ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বাস্তবায়ন, ডিলারের কার্যক্রম, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

(৭) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা প্রতিপালন;

৫। উপকারভোগী পরিবার বাছাই:

১) ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে হতদরিদ্র পরিবার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত ডিপি (ডিস্ট্রেস প্রাইওরিটি) লিস্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিবারকে নির্বাচন করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২) নির্বাচিত উপকারভোগীকে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং পরিবার প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে;

৩) নিম্নের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করে কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে:

ক) গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার: নিম্ন আয়ের ব্যক্তি, ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, চা শ্রমিক, চাতাল শ্রমিক, উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তি;

খ) বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্ত/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে সেসব পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এ বিষয়ক প্রমাণক প্রয়োজন হলে এ সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি এর নিকট জমা প্রদান করতে হবে। তবে ৬২ (বাষট্টি) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বিধবা নারীর ক্ষেত্রে প্রমাণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে;

গ) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিডব্লিউবি কর্মসূচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ফ্যামিলি কার্ড এর সুবিধাপ্রাপ্তদেরকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

ঙ) উপকারভোগীকে তালিকাভুক্তির সময় পরিবার অস্বচ্ছল/হতদরিদ্র ও ভিডব্লিউবি /ফ্যামিলি কার্ড এর সুবিধাপ্রাপ্ত নন মর্মে অঙ্গীকার নামা নিতে হবে;

চ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো উপকারভোগী স্বেচ্ছায় আবেদনের ভিত্তিতে তার কার্ডটি বাতিল অথবা সমর্পণ করতে পারবেন;

ছ) খাদ্যবান্ধব উপকারভোগী খাদ্যবান্ধব কার্ড গ্রহণকালে তার ওয়ারিশ হতে একজনকে নমিনি হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করবে, যিনি তার অনুপস্থিতিতে/ মৃত্যুর পর পরিবারের প্রাপ্য চাল উত্তোলন করবেন।

৫.১ উপকারভোগীগণ কর্তৃক মিথ্যা তথ্য/অনিয়ম প্রতিরোধ:

ক) ভিডব্লিউবি/ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সুবিধাভোগী নয় মর্মে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে কোনো উপকারভোগী খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত হলে তার কার্ড বাতিল করা হবে এবং প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

খ) কোনো উপকারভোগী বিক্রয় মাসে একাধিকবার/একাধিক স্থান থেকে চাল উত্তোলন করেছে মর্মে প্রমাণিত হলে তার কার্ড বাতিল করাসহ স্থায়ীভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য হবে;

গ) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি অনিয়মের মাধ্যমে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে, এরূপ সংখ্যক ব্যক্তির নাম উপকারভোগীর তালিকা থেকে বাতিল করা হবে;

ঘ) উপকারভোগী কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ডিলারের নিকট/অথবা অন্যত্র বিক্রয় করার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার কার্ড সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা হবে;

ঙ) খাদ্যবান্ধব উপকারভোগী যদি কোনো একটি চক্রের পুরো সময়ের মধ্যে চাল গ্রহণ না করে তাহলে ঐ চক্র শেষে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপকারভোগীর তালিকা থেকে তার নাম বাতিল করে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৫.২ উপকারভোগী কর্তৃক প্রাপ্য চালের পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ এবং উপকারপ্রাপ্তির সময়কাল:

ক) নির্বাচিত প্রতি উপকারভোগী মাসে ৩০ কেজি চাল সরকার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবে;

খ) উপকারভোগীকে ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে। বস্তার মুখ মেশিনে সেলাইকৃত হতে হবে;

গ) সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত ভর্তুকি মূল্যে পল্লী অঞ্চলে কর্মাভাবকালীন সময়ে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং আগস্ট-নভেম্বর ০৬ (ছয়) মাস খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। তবে সরকার প্রয়োজনে বিতরণ মাস ও মাসের সংখ্যা এবং খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে;

ঘ) চালের ফ্লেক্স গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে;

ঙ) সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ০৫ দিনের মধ্যে যে কোনো ০৩ (তিন) দিন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। উপজেলা কমিটি উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে যে কোনো ০৩ (তিন) দিন বিতরণ বার নির্ধারণ করে দিবে।

চ) প্রতিজন উপকারভোগী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর এই কর্মসূচির সুবিধা পাবে। ০৫ (পাঁচ) বছর পর তার স্থলে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে যদি কোনো উপকারভোগীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি বা দারিদ্র্যতা হ্রাস না পায় তাকে পুনরায় উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এছাড়া সরকার প্রয়োজনবোধে এই সময়কাল হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে।

৬। এলাকাভিত্তিক ডিলার সংখ্যা ও ডিলার নিয়োগ:

ক) প্রতি ৫০০ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ০১টি বিতরণকেন্দ্র থাকায় ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপকারভোগীদের ৩০ কেজি চাল সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, যা বিশেষত নারী, বয়স্ক ও শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য কষ্টকর। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বরাদ্দকৃত চাল বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, অধিকতর নিবিড় তদারকির মাধ্যমে কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, উপকারভোগীদের ভোগান্তি হ্রাস, যাতায়াত ব্যয় ও সময় সাশ্রয়, দীর্ঘ অপেক্ষা এবং বিশৃঙ্খলা পরিহারের লক্ষ্যে প্রতি ২৫০ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ০১ জন ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

খ) উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি প্রতি ইউনিয়নে গড়পড়তা প্রতি ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টি উপকারভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের তালিকা প্রস্তুত করে 'জেলা কমিটি'র নিকট প্রেরণ করবে;

গ) কোনো ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। অথবা কোনো ইউনিয়নে উপকারভোগী পরিবার ২৫০ এর বেশি হলে ঐ ইউনিয়নের জন্য একাধিক ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে একটি ওয়ার্ডের বিপরীতে একাধিক ডিলার নিয়োগ করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদ্যশস্য বিক্রয়ের সুবিধার্থে ডিলারদের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন।

৬.১। i) খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপের জন্য আবেদনের যোগ্যতা:

ক) বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্রধারী ১৮ (আঠারো) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী যে কোনো নাগরিক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে;

খ) আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/উপজেলার বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ইউনিয়ন/ উপজেলা/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ থাকতে হবে;

গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

ঘ) আবেদনকারীর ইউনিয়নের বড় হাটে বা বাজারে নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় বিক্রয় কেন্দ্রসহ কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম এবং এতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে; তবে কোনো ইউনিয়নে বড় বাজার বা হাট না থাকলে উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় স্থান নির্ধারণ করা যাবে;

ঙ) আবেদনকারীর গুদামের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

চ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসেবে তাঁর কমপক্ষে ০১ (এক) লাখ টাকার ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ থাকতে হবে;

ছ) আবেদনকারীকে খাদ্যশস্যের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

জ) ডিলারশিপ প্রাপ্তির পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ii) **ডিলারশিপের জন্য আবেদনের অযোগ্যতা:**

ক) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী/ সরকারি কর্মচারি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি;

খ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

গ) টিসিবি কিংবা অন্য কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত ঠিকাদার বা ডিলার কিংবা সরবরাহকারী বা খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কোনো ব্যক্তিকে ডিলার হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না;

ঘ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক কর্মসূচির ডিলার হতে পারবেন না।

৬.২। ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি:

(ক) ডিলার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ১টি স্থানীয় এবং ১ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। এছাড়াও, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। আবেদন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে;

(খ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট-খ) ডিলারশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। তবে, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ সংক্রান্ত অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি হলে উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

(গ) আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে-

(i) সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(ii) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর কপি;

(iii) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(iv) ব্যাংক স্বচ্ছলতার সার্টিফিকেট;

(v) দোকান ভাড়ার দলিল/মালিকানার প্রমাণক।

৬.৩। খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত:

ক) আবেদন পত্রের সাথে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ১০০০ (এক হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে উপজেলা কমিটি বরাবর জমা দিতে হবে।

খ) একই সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সভাপতি, উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি) বরাবরে আর্নেস্টমানি বাবদ ৩,০০০/(তিন হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনোরূপ তথ্যগত বা দালিলিক অসত্যতা অথবা সংযোজিত কাগজপত্র ভুয়া বা জাল বলে প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। ফলাফল প্রকাশের পর উপজেলা কমিটি অসফল আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সফল আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করতে হবে।

গ) দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে অথবা অনলাইনে সভাপতি/কমিটি বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে।

৬.৪। খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়াকরণ, ডিলার নিয়োগ, জামানত ও চুক্তি সম্পাদন:

ক) আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ এর পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিটি ডিলারের যোগ্যতা ও ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি'র আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করবে;

খ) প্রাথমিক বাছাই শেষে দাখিলকৃত কাগজপত্র যথাযথ পাওয়া গেলে আবেদনপত্রসমূহ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা কৃষি ও উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা সরেজমিন তদন্তপূর্বক যাচাই করে মতামত প্রদান করবে। মতামত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করবে;

গ) নির্বাচিত ডিলারের নিয়োগ আদেশ জারির ১৫(পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে ডিলারের নিকট থেকে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। জামানত প্রাপ্তির পর ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদন করা হবে। ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদনের পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক 'পরিশিষ্ট -গ' মোতাবেক লাইসেন্স ইস্যু করবেন।। তবে নির্ধারিত ১৫ (পনেরো) কর্ম দিবসের মধ্যে জামানত বাবদ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার পে-অর্ডার /ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে;

ঘ) নির্বাচিত ডিলার চুক্তি সম্পাদনের সময় 'খাদ্যবান্ধব লাইসেন্স ফি' বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে (অফেরতযোগ্য) জমা প্রদান এবং খাদ্যবান্ধব নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে মর্মে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করবে;

ঙ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারশিপ এর মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর, এক বছর পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বছরের জন্য ডিলারশিপ নবায়ন করতে হবে। ডিলারশিপ ইস্যুকারী কর্মকর্তাই ডিলারশিপ নবায়ন করবে। ডিলারশিপ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে নবায়ন করতে হবে। নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ১,০০০/-টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নবায়নের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বিলম্ব হলে বিলম্ব ফি বাবদ ৫,০০/-টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং ০৩ (তিন) মাসের বেশি হলে প্রতি মাসের জন্য অতিরিক্ত ২০০ (দুইশত) টাকা করে জরিমানা প্রদান করতে হবে। ০৬ মাসের মধ্যে কেউ ডিলারশিপ নবায়ন না করলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে;

চ) অনিবার্য কারণে কোনো ডিলার জামানত প্রদানে ব্যর্থ হলে বা চুক্তি সম্পাদন না করলে উক্ত এলাকার জন্য নতুনভাবে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

ছ) ডিলারের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর পূর্তির কমপক্ষে ০২ (দুই) মাস পূর্বে নতুন করে ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। পূর্বের নিয়োগকৃত ডিলারগণের কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে এবং নতুন ডিলার হিসেবে নিয়োগের উপযুক্ত হলে তারাও নতুনভাবে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

জ) ডিলারশিপ প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোনো প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারবে।

৬.৫। নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারদের করণীয়:

ক) নিয়োগ লাভের ০১ (এক) মাসের মধ্যে ডিলারকে খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

খ) ডিলার তার দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্রে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নকশা ও মাপের ব্যানার বা ফ্লেক্স দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করবেন। ব্যানার বা ফ্লেক্সে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সংশ্লিষ্ট ডিলারের নাম ও যোগাযোগ নম্বর, নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য, জনপ্রতি বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ এবং দৈনিক বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বিতরণের দিন ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে;

গ) প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের পাশাপাশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে বিক্রয়ের দিন উল্লেখ করে নোটিশ টাঙ্গাতে হবে;

ঘ) ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টারসমূহ নির্ধারিত ফরম্যাটে সংরক্ষণ করবেন এবং বিক্রয় শেষে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জমা প্রদান করবেন। তবে সরকার নির্দেশনা প্রদান করলে, খাদ্যবান্ধব অ্যাপের নির্ধারিত ফরম্যাটে খাদ্যশস্যের হিসাব পরিচালনা করবেন;

ঙ) পণ্য বিক্রয়কালীন ভোক্তা সাধারণের শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

চ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে খাদ্যশস্যের নির্ধারিত মূল্য ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করে খাদ্যশস্য গুদাম থেকে উত্তোলন করে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

ছ) উত্তোলিত খাদ্যশস্য নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রসমূহে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত সময়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রয় সমাপ্ত হলেও ৫.০০ টা পর্যন্ত কেন্দ্র খোলা রাখতে হবে।

৭। ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য উত্তোলন ও উপকারভোগীদের নিকট পণ্য বিতরণ পদ্ধতি:

ক) উপকারভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ডিলারকে মাসিক চাহিদার কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে;

খ) সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে টাকা জমা করে ডিলার উপজেলার গুদাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং বিক্রয় শুরু করবেন;

গ) একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দূরত্ব বিবেচনা করে খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোনো গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারেন;

ঘ) গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের সাথে সাথে ডিলার এসএমএস করে ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর পাশাপাশি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন;

ঙ) ডিলারের কেন্দ্র সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে;

চ) কার্ডের বিপরীতে উপকারভোগীদের মাঝে স্থানীয় উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে চাল বিতরণ করতে হবে;

ছ) উপকারভোগী পরিবারকে মাসের বরাদ্দকৃত ৩০ কেজি চাল এক দফায় প্রদান করতে হবে;

জ) সাধারণত কার্ডধারীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। সংগতকারণে কোনো কার্ডধারী আসতে না পারলে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য বৈধ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত ট্যাগ অফিসার/মেম্বারের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে;

ঝ) ডিলার পরবর্তী মাসের চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্ববর্তী মাসের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করবে;

ঞ) প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিষ্পত্তি করা যাবে;

ট) নিয়োজিত সকল খাদ্যবান্ধব ডিলারকে সপ্তাহের ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের জন্য সমানুপাতিক হারে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তবে, খাদ্যশস্য বিক্রয় কার্যক্রম রোটেশন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হবে, যাতে সকল ডিলার সমানভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়;

ঠ) ইউনিয়ন/পৌরসভার চাহিদা অনুসারে চালের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতীত উত্তোলিত চাল অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল ডিলার নিজেই উত্তোলন করবেন অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন;

ড) প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত চাল নির্ধারিত মূল্য জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম/বাফার গুদাম/মোকাম হতে যথাসময়ে উত্তোলন করে স্ব স্ব ইউনিয়ন/পৌরসভায় পৌছানো নিশ্চিত করবে।

৮। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালন, ডিলারশিপ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান:

ক) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক সার্বিকভাবে খাদ্যবান্ধব ডিলারদের কার্যক্রম তদারকি করবেন। খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কর্মকর্তা তার এখতিয়ারাধীন এলাকার ডিলারদের তত্ত্বাবধান ও তদারকি করবে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদ্যবান্ধব ডিলারদের পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির ব্যবস্থা করবেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা ও তদারকির ব্যবস্থা করবেন;

খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলা কমিটি প্রতিটি ডিলারের দোকান তদারকির জন্য একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করবেন এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় হবে । ট্যাগ অফিসারগণ নিয়মিত পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং করবেন এবং প্রতিদিনের বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার বিধি অনুযায়ী তার দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন;

গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ট্যাগ অফিসারগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও তার নিজস্ব মনিটরিং এর আলোকে উপজেলার প্রতিদিনের সামগ্রিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন;

ঘ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সারাদেশের যেকোনো জেলায় যে কোনো ডিলারের বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে পণ্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

ঙ) মনিটরিং বা পরিদর্শনকালে বিক্রয়কেন্দ্র নির্ধারিত সময়ে খোলা রয়েছে কি না, ট্যাগ অফিসার দায়িত্ব পালন করছেন কি না, নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য ও জনপ্রতি বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ প্রদর্শিত হচ্ছে কি না এবং নির্ধারিত মূল্য ও পরিমাণে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে;

(চ) গুদাম হতে উত্তোলিত, বিক্রয়কেন্দ্রে প্রাপ্ত, বিক্রিত ও অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে কি না তা ডেলিভারি অর্ডার (ডিও), উত্তোলনপত্র, চালান, বিক্রয় রেজিস্টার, মজুত রেজিস্টার, মাস্টাররোল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হবে;

ছ) প্রতি মাসে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজ অধিক্ষেত্রের কমপক্ষে ২ (দুই)টি বিক্রয়কেন্দ্র, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমপক্ষে ৪ (চার)টি বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালে উত্তোলন, বিক্রয় ও অবশিষ্ট মজুতের হিসাব, সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার, মাস্টাররোল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি দৈবচয়নের ভিত্তিতে মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) শতাংশের তথ্যের সঠিকতা যাচাই করতে হবে;

জ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে তার আওতাধীন সকল বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এবং ২ টি কেন্দ্রে উপকারভোগীদের তালিকা ও উত্তোলন ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের যাচাই করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

ঝ) দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধির আওতায় প্রয়োজনবোধে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

ঞ) স্থানীয় প্রশাসনের যে কোনো কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

ট) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর প্রতি ত্রৈমাসিক প্রান্তিকে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

ঠ) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করবেন।

৯। ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিত বা বাতিল:

নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ বাতিল, বরাদ্দ স্থগিত ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে:

ক) ডিলারশিপ নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে বিলম্ব ফি পরিশোধসহ ডিলারশিপ নবায়ন না করলে;

খ) উপজেলা কমিটির অনুমতি ব্যতীত ঘোষিত বিক্রয়কেন্দ্র বা দোকানের স্থান পরিবর্তন করলে বা ঘোষিত বিক্রয়কেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোনো স্থানে পণ্য বিক্রয় করলে;

গ) যে সকল কাগজপত্র বা দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে ডিলারশিপ প্রদান করা হয়েছে, তার কোনোটি পরবর্তীতে নকল বলে প্রমাণিত হলে কিংবা স্থগিত বা বাতিল হলে অথবা নবায়ন না করলে;

ঘ) খাদ্যবান্ধব ডিলার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পরে কোনো ফৌজদারি মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত হলে;

ঙ) সরকারি/এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত থাকলে বা এ সকল প্রতিষ্ঠানের কোনো চাকুরিতে যোগদান করলে;

চ) খাদ্য অধিদপ্তরের/মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ প্রমাণিত হলে বা অসত্য অভিযোগ দায়ের করলে বা অন্য কোনো মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে;

ছ) খাদ্যবান্ধব ডিলারগণ কেন্দ্রীয়, এলাকা, অঞ্চলভিত্তিক কোনো প্রকার সমিতি/এসোসিয়েশন গঠনে করলে;

জ) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হলে অভিযোগ উত্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঝ) বরাদ্দকৃত পণ্য কালোবাজারে বিক্রয়, নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিক্রয়, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোনো পণ্য বিক্রয়, কার্ডধারী উপকারভোগীর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম, ওজনে কম প্রদান বা অন্য কোনো অনিয়ম বা কারচুপি করলে;

ঞ) একই পরিবারের একাধিক সদস্যের কিংবা একই ব্যক্তির নামে একাধিক ডিলারশিপ থাকলে (পরিবার বলতে পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও তাদের স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই ও বোন যারা এক খানায় খাদ্য গ্রহণ করে তাদের বুঝানো হবে) সকল ডিলারশিপ বাতিল হবে;

ট) নিয়োগকৃত ডিলার খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্য হলে;

ঠ) ডিলারগণ সময় মত দোকান না খুললে/ভোক্তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে/নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বিক্রয় করলে/নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে, ওজন/পরিমাণে কম দিলে, যথাযথ ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানো না হলে এবং পরিদর্শন ও মজুত রেজিস্টার, ডিও, বরাদ্দ আদেশ, চাল/আটার ভাউচার সংরক্ষণ না করাসহ বিবিধ অনিয়ম করলে;

ড) ডিলার নিয়োগকালে প্রদত্ত অঙ্গীকার নামার বরখেলাপ হলে বা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের/খাদ্য অধিদপ্তরের কোনো লিখিত আদেশ অমান্য করলে;

ঢ) একই বছরে পর পর দুইবার অথবা বছরে সর্বমোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লিখিত কারণসমুহের পরিপ্রেক্ষিতে -

i) উপজেলা কমিটি ০৭ (সাত) কার্যদিবসের জন্য বরাদ্দ সাময়িক স্থগিত করতে পারবে। ০৭ (সাত) কার্যদিবসের বেশি দিনের জন্য বরাদ্দ স্থগিতের ক্ষেত্রে জেলা কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করতে হবে। ডিলারশিপ বাতিল, বরাদ্দ বা ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিত, জামানত বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির সুপারিশ জেলা কমিটি সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে এবং জেলা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা কমিটি ডিলারশিপ বাতিল করবে;

ii)ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ডিলারের অনুকূলে কোনো খাদ্যশস্য বরাদ্দ, ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) বা উত্তোলন আদেশ প্রদান করা যাবে না এবং তিনি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারবেন না;

৯.২। ডিলারশিপ বাতিল হলে করণীয়:

কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী নতুন ডিলার নিয়োগ করতে হবে। নতুন ডিলার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলার এর মাধ্যমে বা ইউনিয়ন কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য উত্তোলন/বিতরণ করা যাবে।

৯.৩। জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ এলাকার জন্য সাময়িক ডিলার নিয়োগ:

সরকার বা খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে না। জনস্বার্থ, খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বিতরণ, কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জরুরি প্রয়োজন বা প্রশাসনিক কারণে সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা সাময়িকভাবে ডিলার নিয়োগ করে অথবা সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো বৈধ পদ্ধতিতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারবে; বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মেয়াদই এ ধরণের ডিলারের নিয়োগের মেয়াদ হবে।

৯.৪। ডিলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

ক) কোনো ডিলার এ নীতিমালা, নিয়োগ আদেশ এর বর্ণিত শর্তাবলী, অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-ক) অমান্য করলে; প্রযোজ্য আইন, বিধি বা বৈধ সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে অনিয়মের প্রকৃতি, গুরুত্ব, পুনরাবৃত্তি এবং সরকারি ও জনস্বার্থের ওপর প্রভাব বিবেচনা

করে সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল, জামানত সমন্বয় বা বাজেয়াপ্ত, প্রাপ্য অর্থ আদায় এবং প্রয়োজনীয় দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

খ) কোনো ডিলার যৌক্তিক কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলন না করলে তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক অনিয়মের প্রকৃতি ও পুনরাবৃত্তি বিবেচনায় সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। জামানতের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কেবল অঙ্গীকারনামা বা প্রযোজ্য বিধানে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

গ) কোনো ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য আত্মসাৎ, আত্মসাতের চেষ্টা, অবৈধ অপসারণ বা কালোবাজারে বিক্রয় প্রমাণিত হলে অথবা মাস্টাররোল, বিক্রয় রেজিস্টার, মজুত রেজিস্টার ও প্রকৃত মজুতের মধ্যে অননুমোদিত ঘাটতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্যের আর্থিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে প্রাপ্য অর্থ আদায় করা যাবে। একই সঙ্গে ডিলারশিপ বাতিল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলা বা অন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

ঘ) ডিলারের নিকট বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোনো যোগ্য উপকারভোগীর নিকট বিক্রয়ে অস্বীকৃতি, প্রকৃত উপকারভোগীর নিকট বিক্রয় না করে মাস্টাররোলে কারসাজি, ভুয়া বা অসত্য তথ্য অন্তর্ভুক্তি, ভুয়া বিক্রয় প্রদর্শন অথবা অন্য কোনো উপায়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য আত্মসাতের চেষ্টা বা আত্মসাৎ গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাবে; তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল এবং প্রযোজ্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

ঙ) নির্ধারিত সময়ে বিক্রয়কেন্দ্র না খোলা, ভোক্তার সঙ্গে অসদাচরণ, জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়, নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য গ্রহণ, ওজন বা পরিমাণে কম প্রদান, নির্ধারিত ব্যানার বা তথ্য প্রদর্শন না করা, ডেলিভারি অর্ডার (ডিও), উত্তোলনপত্র, চালান, মজুত রেজিস্টার, বিক্রয় রেজিস্টার, মাস্টাররোল বা অন্যান্য আবশ্যিক রেকর্ড সংরক্ষণ না করা অথবা অনুরূপ অন্য কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও পুনরাবৃত্তি বিবেচনায় সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

চ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চলাকালে ডিলার অথবা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে তা অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। অনিয়মের পুনরাবৃত্তি বা গুরুতর অবহেলার ক্ষেত্রে ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাবে;

ছ) উপজেলা কমিটির নিকট হতে ডিলারশিপ স্থগিতের বা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পাওয়া গেলে জেলা কমিটি উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করবে; ডিলারশিপ স্থগিতের বা জরিমানা আরোপের বিষয়ে উপজেলা কমিটির সুপারিশ জেলা কমিটি, জেলা কমিটির সুপারিশ মহাপরিচালক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। তবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কমিটি এ ধরণের কোনো সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

জ) ডিলারশিপ লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতির পূর্বে লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ডিলারকে লিখিতভাবে কারণ অবহিত করে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিবেন এবং ডিলারের বক্তব্য বিবেচনা করে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করবেন;

ঝ) ডিলারশিপ বাতিলের পূর্বে, জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট ডিলারকে অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদন, ডিলারের জবাব, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কারণ উল্লেখপূর্বক ডিলারশিপ বাতিল বা অন্য কোনো উপযুক্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

ঞ) একই অর্থবছরে পর পর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে সর্বমোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশিপ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না;

ট) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে খাদ্যশস্য বিষয়ে অনিয়ম সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হলে, তার ডিলারশিপ স্থগিত করা হবে;

ঠ) খাদ্য মন্ত্রণালয় বা তদারকি কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংঘটিত কোনো অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে, ডিলার কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিয়ে ডিলারশিপ ও বরাদ্দ স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সতর্ক করে দেয়াসহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে পরবর্তীতে এ ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে অথবা ডিলারশিপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। আপিল, রিভিউ ও রিভিশন:

ক) ডিলারশিপ লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতির আদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা কমিটি বরাবর আপিল করতে পারবে। জেলা কমিটি ডিলারের আবেদন, পূর্ববর্তী কার্যক্রম, প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এবং লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তার আদেশ বিবেচনা করে আপিল নিষ্পত্তি করবে;

খ) মহাপরিচালকের লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক স্থগিতাদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর রিভিউ আবেদন করতে পারবে। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট রেকর্ড, প্রাথমিক তদন্তের তথ্য এবং জনস্বার্থ বিবেচনা করে সাময়িক স্থগিতাদেশ বহাল, সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারবেন;

গ) জেলা কমিটি কর্তৃক আপিলের ওপর প্রদত্ত আদেশ, মহাপরিচালক কর্তৃক ডিলারশিপ বাতিলের আদেশ অথবা উপ-অনুচ্ছেদ (খ)-এর রিভিউ আবেদনের ওপর প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর রিভিশন আবেদন করতে পারবেন;

ঘ) খাদ্য মন্ত্রণালয় রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তিকালে সংশ্লিষ্ট আদেশের আইনগত দিক, এখতিয়ার, প্রক্রিয়াগত যথার্থতা, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ, ডিলারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে কি না এবং আদেশটি ন্যায়সংগত কি না তা বিবেচনা করবে;

ঙ) আপিল, রিভিউ বা রিভিশন আবেদন দায়েরের কারণে সংশ্লিষ্ট আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হবে না, যদি না আপিল, রিভিউ বা রিভিশনকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপ আদেশ প্রদান করে।

১১। ডিলারশিপ হস্তান্তর/সমর্পণ/ অবসান:

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন করা যাবে-

ক) ডিলারের মৃত্যু ব্যতীত ডিলারশিপ হস্তান্তরযোগ্য নয়; কোনো ডিলার অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিলারশিপের অধিকার, দায়িত্ব বা কার্যক্রম হস্তান্তর করতে পারবেন না;

খ) কোনো ডিলার তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে (যেমন আর্থিক ক্ষতি, ব্যবসায় ক্ষতি) ডিলারশিপ সমর্পন/অবসান করতে চাইলে তাকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিটির বরাবর আবেদন করতে হবে। ডিলারশিপ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আবেদনকারীর কোনো দায়দেনা নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে ডিলারশিপ অবসান সংক্রান্ত আদেশ জারি করতে পারবে;

গ) ডিলারের মৃত্যুজনিত কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়ারিশ সনদের ভিত্তিতে ডিলারের একজন বৈধ ওয়ারিশের নামে ডিলারশিপ হস্তান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে, একাধিক বৈধ ওয়ারিশ থাকলে অন্যান্য ওয়ারিশগণের না দাবী/ অনাপত্তি পত্র দাখিল

করতে হবে; তবে ০৩(তিন) মাসের মধ্যে ওয়ারিশ সম্পর্কিত জটিলতা মীমাংসা না হলে, সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঘ) মৃত্যু ব্যতীত ডিলার গুরুতর অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম বা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লেও ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাবলী পূরণ ও কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

i) এ ধরণের হস্তান্তর কেবলমাত্র ডিলারের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ে) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী /স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে;

ii) গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হওয়ার স্বপক্ষে জেলার সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল বোর্ডের মূল সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে;

iii) ডিলারশিপ হস্তান্তরের জন্য মনোনীত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে;

iv) ডিলার গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হলে তার মনোনীত ব্যক্তির নামে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে সম্পর্কের (স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ে) স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে জন্ম সনদ বা এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার সনদের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে। ডিলারের স্বামী বা স্ত্রী ও একাধিক সন্তান থাকলে পরিবারের একজনের নামে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে স্বামী/স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানের অনাপত্তি এফিডেভিট মূলে দাখিল করতে হবে;

v) মনোনীত ব্যক্তির নিকট ডিলারশিপ হস্তান্তর করা হলে সাধারণভাবে তা অপরিবর্তনীয় হবে;

vi) ডিলারশিপ হস্তান্তর প্রস্তাব অনুমোদিত হলে মূল ডিলার কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ বহাল থাকবে। তবে নতুন ব্যক্তির সাথে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

vii) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করে জেলা কমিটি ডিলারশিপ হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করবে;

ঙ) কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোনো পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশিপ অবসান করতে পারবে। এছাড়া ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যে কোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

১২। ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু:

খাদ্যবান্ধব ডিলারের ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে। উক্ত জিডির কপি এবং লাইসেন্স ফি বাবদ ৪০০ (চারশত) টাকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রাপ্ত আবেদন ও নির্ধারিত ফি জমার প্রেক্ষিতে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করবেন।

১৩। নীতিমালার পরিবর্তন ও সংশোধন:

ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবে;

খ) সরকার জরুরী প্রয়োজনে দেশের যে কোনো এলাকায় এ কর্মসূচির সম্প্রসারণ/হ্রাস, ডিলার নিয়োগ বা বাতিল করতে পারবে এবং এ নীতিমালার যে কোনো শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারবে;

গ) সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোনো শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারবে।

১৪। রহিতকরণ ও হেফাজত:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.২০৬ নম্বর স্মারকে জারিকৃত "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০২৪" এবং উক্ত নীতিমালা সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা হল। উক্তরুপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত নীতিমালার অধীন-

ক) কৃত কোনো কাজকর্ম, গৃহীত কোনো কর্ম ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই নীতিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে;

খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে এরূপভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে যেন ইহা এ নীতিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হয়েছে;

গ) প্রণীত বিধি বা প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালা বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত ইন্সট্রুমেন্ট উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবত থাকলে, এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এ নীতিমালার অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে;

ঘ) কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকলে এরূপভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে যেন উক্ত নীতিমালা রহিত হয়নি।

২৫/১০/২০২৬

আবু তাহের মো: মাসুদ রানা
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.১০

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২৫ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল),
৪। যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৫। জেলা প্রশাসক (সকল),
৬। উপসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৯। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

২৫/১০/২০২৬

(মোঃ আল মামুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সরবরাহ-১)
ফোন ০২৯৫১৪৬১৬
ইমেইল: dssupply1@mofood.gov bd

পরিশিষ্ট-ক

অঙ্গীকারনামা

আমি.....পিতা/স্বামী.....
..... মাতা ..... ইউনিয়ন.....
ওয়ার্ডনং..... ঠিকানা..... .... মোবাইল
নম্বর.....

খাদ্যবান্ধব ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব খাতে চাল বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবো;

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোনো সময়, যে কোনো ধরণের এবং যে কোনো পরিমাণের খাদ্যশস্য/খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করতে পারবে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার আপত্তি করবো না;

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট/৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকবো এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ (সাদা রং) থাকবে;

৪) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করবো;

৫) নির্দেশিত সময়ে চাল বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকবো;

৬) আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত চালের হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টাররোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবো, একটি মজুত রেজিস্টার পরিচালনা করবো এবং একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখবো;

৭) কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার অনিয়ম/কারচুপি করবো না; যে কোনো অনিয়মের জন্য আমি আইনতঃ দন্ডণীয় হবো;

৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিদর্শনের জন্য ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবো;

৯) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করবো এবং দোকান/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুত রাখবো;

১০) জনসাধারণের স্বার্থে অথাব জনস্বার্থে দোকান/ট্রাকযোগে বা অন্য কোনো উপায়ে চাল বিক্রয়ে কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোনো প্রকার নির্দেশ জারি করলে তা আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো;

১১) বরাদ্দকৃত মালামাল বিতরণে অনিয়ম বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আর্থিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারি খাতে জমা দিতে আমি বাধ্য থাকবো। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে;

১২) নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোনো ডিলারের প্রতিনিধিত্ব/খাদ্যসশ্য উত্তোলন করবো না; এবং

১৩) এই অঙ্গীকারনামার কোনো শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালো তালিকাভুক্ত করতে পারবে। কর্তৃপক্ষ খাদ্যশস্য বিক্রয়ে আমার কোনো অনিয়মের জন্য জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ.....

ডিলারের নামঃ.....

ডিলারের ঠিকানাঃ.....

সাক্ষী-১
স্বাক্ষর: .....
নাম: .....
ঠিকানা:.....
জাতীয় পরিচয়পত্র নং ...
মোবাইল নম্বর:.....

সাক্ষী-২ (পরিবারের সদস্য)
স্বাক্ষর: .....
নাম: .....
ঠিকানা:.....
জাতীয় পরিচয়পত্র নং.....
মোবাইল নম্বর:.....

পরিশিষ্ট- খ

আবেদন পত্রের নমুনা

বরাবর

১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

বিষয় : খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ প্রাপ্তির আবেদন।

মহোদয়,

আমি বাংলাদেশের নাগরিক। আমার দোকানে/গুদামে ..... মে.টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান রয়েছে। খাদ্যবান্ধব এর আওতায় সরবরাহকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে এ আবেদন দাখিল করলাম। দাখিলকৃত তথ্যাদি সত্য ও নির্ভুল। আমি "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)" এর সকল নিয়ম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে মেনে চলবো।

ক)	আবেদনকারীর নাম :	
খ)	পিতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম :	
গ)	মাতার নাম :	
ঘ)	জন্ম তারিখ :	
ঙ)	স্থায়ী ঠিকানা :	
চ)	গুদাম বা দোকানের নাম :	
ছ)	গুদাম বা দোকানের ঠিকানা :	
জ)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :	
ঝ)	ইমেইল/মোবাইল নম্বর:	
ঞ)	যে বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য ডিলার হতে আগ্রহী:	
ট)	দোকান/গুদাম এর বিবরণ (নিজস্ব/ ভাড়া, ধারণক্ষমতা)	
ঠ)	পরিবারের অপর সদস্যের নামে খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ/ ময়দা মিল আছে কি-না? থাকলে তার স্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।	
	হ্যাঁ / না	
	হ্যাঁ হলে তার সাথে সম্পর্ক এবং ব্যবসার বিবরণ (যদি থাকে)	
ড)	খাদ্য বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো পণ্যের ডিলারশিপ থাকলে নাম এবং প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :	

নিবেদক-

তারিখ:

(নাম:----------)

মোবাইল নম্বর:

সংযুক্তি:

০১।পাসপোর্ট সাইজের ০৩(তিন) কপি ছবি;

০২।জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর ফটোকপি;

০৩।ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র;

০৪।ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

০৫।গুদাম/দোকান ভাড়ার দলিল/মালিকানার প্রমাণক;

০৬।নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি;

০৭।আবেদন ফি বাবদ ১০০০ টাকার অফেরতযোগ্য পে অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট (আবেদন ফিসহ আবেদন কোনোক্রমেই ডিলারশিপ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে না)

পরিশিষ্ট গ

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

ছবি

খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ লাইসেন্স

লাইসেন্স নং-

লাইসেন্স ইস্যুর বিবরণ			
ইস্যুর তারিখ	কার্যকাল	নবায়নের তারিখ	কার্যকাল

"খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)" অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তির অনুকূলে খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ লাইসেন্স ইস্যু করা হল। এই লাইসেন্সের কার্যকাল নবায়ন সাপেক্ষে --------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

লাইসেন্সধারীর নাম :
পিতার নাম:
মাতার নাম:
ঠিকানা:
গুদাম/দোকানের বিবরণ:

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

পরিশিষ্ট-ঘ

চেক লিস্ট

ক্রম	বিবরণ
১	আবেদনকারীর পরিচয়: নাম: পিতার নাম: মাতার নাম: ঠিকানা:
২	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স: (যে এলাকায় খাদ্যবান্ধব ডিলারের জন্য আবেদন করা হবে সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স)
৩	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদপত্র:
৪	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ দোকানের অবস্থান, ধরণ (পাকা, আধাপাকা, কাঁচা ইত্যাদি) ও ধারণক্ষমতা:
৫	দোকানের মালিকানা: (নিজস্ব দোকান হলে মালিকানার কাগজপত্র এবং ভাড়ায় দোকান হলে দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্র)
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র:
৭	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত/বারিত কিনা?
৮	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন কোনো কার্যক্রমের সাথে নিজে/নিয়ন্ত্রনাধীন কেহ সংশ্লিষ্ট কিনা?
৯	আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী/জনপ্রতিনিধি কিনা?